237

অমৃতবাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ { ১৩ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন ১২ ৭৮সাল ২৮সেপ্টেম্বর ১৮৭১ খৃঃ অব্দ } ৩৩ সংখ্যা

অমৃতবাজার পত্রিকা

৬ আশ্বিন বৃহস্পতিবার

গত ওহাবী মকর্দ্দমা চালানের নিমিত্ত ওকানলী সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাঙ্গালি সিবিলিয়ান গণ আগামি সোম বারে কলিকাতায় পৌছিবেন। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের গত মঙ্গল বারে কলিকাতায় পৌছিবার কথা ছিল। ইহারা যেমন বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছেন ঈশ্বর করেন ইহাদের যশ আলোক তেমনি চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

এখান হইতে প্রায় ৩। ৪ হাত জল সরিয়া গিয়াছে। এই কয়েক হাত জল প্রায় ১৫ দিনে কমিয়াছে। যেমন মাছ হইবে ভরসাছিল তাহার কিছুই দেখা যাইতেছেনা। জেলেরা বলে এবার পরিস্কার জল আসিয় ছিল ঘোলা জল না এলে মাছ হয় না।

খুলনা ত্রীমোহিনী এবার ভারি তয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। রোজ প্রায় দুই এক খানি নৌকা মারা যাইতেছে।

লেফটেনেণ্ট গবরণর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে যশোহরের যে যে জমিদারেরা জল প্লাবন কর্ত্তৃক ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছেন তাহাদের আগামি লাটে খাজনা মহকুপ থাকিবে। এই শুভকরী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় আজ্ঞাটি কমিশনার সাহেবের যত্নে বাহির হইয়াছে না আমাদের মাজিস্ট্রেট পার্ক সাহেবের ইহাতে কোন হাত ছিল? ঈশ্বর করেন যেন পার্ক সাহেবের ইহাতে হাত থাকিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহাকে করিয়া আমাদের একটু ভরশা হয়।

অনেক রাস্তার ফেরি টোল বন্দ হইয়াছে। অনেক স্থানে পৌণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। প্রকৃত এরূপ অবস্থায় লোকে যখন আপনারা বাস করিবার স্থান পাইতেছে না তখন গরু ছাগলের স্থান দিতে পারে নাই বলিয়া দণ্ড করা অন্যায়। এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বন গ্রামের পাউণ্ড বন্দ হয় নাই ও পাউণ্ড রক্ষকের এখন বিশেষ লাভ হইতেছে যদি ইহা সত্য হয়, আমরা ভরসা করি শ্রীশ বাবু উহা রহিত করিয়া দিবেন।

আর একটি ভয়ানক ব্যাপার। এদিকে লাহোরের কজকোর্টের তৃতীয় জজের হত্যা তাহার পরেই নরম্যান সাহেবের, আবার নেটিভ ওপিনিয়ন বলেন যে সে দিবস বাবু রাম রাও গোবিন্দ বেসিনের অতিরিক্ত কমিশনার যেমন কাছারি হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন অম ন এক জন মুসলমান তাহার উপর গুলি ছোড়ে। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার গাত্রে সাংঘাতিক আঘাত লাগে নাই। সে ব্যক্তি ধৃত্ত হইয়াছে মকর্দ্দামায় হারিয়া যাওয়ায় তাহার এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয।

নেটিব ওপিনিয়ন বলেন যে, এক জন সম্ভ্রান্ত মামলাতদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দ্বারা অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় দেখাইতেছেন। সম্প্রতি ইনি বোম্বাইয়ে আসিয়া ছিলেন ও তাহাকে দর্শন করিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। এক দিন কোন বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তি তাহার নিকট ৫০০ টাকা ভিক্ষা চায়। তাহার কাছে টাকা না থাকাতে তিনি গবর্ণমেণ্ট ট্রেসরি হইতে ঐ টাকা প্রদান করেন পর দিন প্রাতে কালেক্টর সাহেব ট্রেসরি পরীক্ষা করিতে আসেন। মামলাতদার তাঁহাকে বলিলেন যে পাঁচ শত টাকা তিনি গবর্ণমেণ্ট তহফীল হইতে লইয়া কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়াছেন ও তাহার স্ত্রীয় গহনা বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আনিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কলেক্টর সাহেব বাক্স খুলিয়া টাকা গুলি গুনিলেন ও সকলে দেখিয়া অবাক হইল যে তহফীল ঠিকই আছে, একটি পয়সারও গরমিল নাই। মামলাতদার ঝাড়াইয়া বিস্তর অসাধ্য রোগও আরোগ্য করিতেছেন।

যশোরে অত্যন্ত খেপা শিয়ালের ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি চারি পাঁচ জন লোককে দংশন করিয়াছে। সহরের লোক এরূপ ভীত হইয়াছে যে, সন্ধ্যার পর কেহ ঘরের বাহির হইতে সাহস করে না। কুকুর ও শেয়াল খেপিয়া যশোরে প্রায় লোক দংশন করে ও ক্ষিপ্ত কুকুর কি শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া এযাবৎ বিস্তর ব্যক্তি মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত এদিকে তাহারা এক বার দৃষ্টিপাত করেন।

কেম্প সাহেব হাইকোর্টের অফিশিয়েটিং চিফ জষ্টিস নিযুক্ত হইলেন। কেম্প সাহেব এক জন সিবিলিয়ান। ইনি ১৮৩১ সালে প্রথমে সরবিসে প্রবেশ করেন।

লক্ষ্ণৌএ অবিশ্রান্ত ৭। ৮ দিন বৃষ্টি হইয়া বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। শত২ গৃহ বৃষ্টি কর্ত্তৃক নিপতিত হইয়াছে এবং সহস্র২ ব্যক্তি আশ্রয় শূন্য হইয়া বন্ধু বান্ধবের অথবা সদয় চিত্ত ব্যক্তি দিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপ রাস্ট্র যে বিস্তর প্রাণী নষ্ট হইয়াছে। হইবার সম্ভাবনা বটে। দেবতার দুর্যোগে যে রূপ এবং এদেশীয়রা যেরূপ ঘর বোলা তাহাতে অনেকেই ঘর চাপা পড়িয়া মরিয়া থাকিবে লোকে অনেক সময় ঘর হইতে বাহির হইবার ও সুযোগ পায় নাই। পতিত গৃহে পথ ঘাট বন্দ করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ষাতে গুমটী নদী অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে এবং ইহার জল বৃদ্ধি হইয়া জুয়ানপুর নামে একটী সহর ছিল তাহা একেবারে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। জয়ানপূরে প্রায় নয় হাজার গৃহ ও ২৫ হাজার লোকের বসতি ছিল তাহার ৩। ৪ হাজার ঘরের একেবারে কিছু নাই এবং দশ হাজারের অতিরিক্ত বাসন্দারা আশ্রয় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ঘুমটি স্ফিত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া জল পতিত হইযাছে এবং সম্ভাবতঃ আবার জল বৃদ্ধি হইবে। এ দশের চাষারা বলিতেছে যে বন্যার সাতে বইনে তাহার এক বন মাত্র আসিয়াছে এক্ষণ ঘোলা জল আসিবে। বোধ হয় তাহাদের কথা খাটিয়া যায়।

যশোহরে সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলা হইয়াছে। আমরা আগামীতে উহার নিয়মাবলি প্রকাশ করিব।

বারুই পূরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মহিম বাবুর বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে কয়েকটি ছত্র প্রকাশ হইয়াছে। বারুই পুর গ্রামে দুই দলে গোল হইতেছে ও উভয় দল সংবাদ পত্রের সহায়তা লয়েন। কিন্তু যেখানে দুই দলে গোল সেখানে উভয় পক্ষের দোষ আছে, ইহা সাব্যস্ত করিয়া ও এই গোলের নিমিত্ত কয়েকটী মকর্দ্দমা রুজু আছে বলিয়া সকল পত্রিকার সম্পাদক এই সম্বন্ধে এখন কিছু লিখিতে সম্মত হয়েন নাই। আমরা বিশেষ জানি যে এই গোল সম্বন্ধে পত্র ইংলিশম্যানে, ফ্রেণ্ডে, ডেলিনিউস প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ নিমিত্ত প্রেরিত হয় কিন্তু কেহ তাহা প্রকাশ করেন নাই। আমরা দেখিতেছি যে কেবল পেট্রিয়ট এই দলাদলির চাতরে পড়িয়াছেন এবং এই নিমিত্ত যদি মহিম বাবু পেট্রিয়টের মন হইতে যাইয়া থাকেন সম্ভবত পেট্রিয়ট এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়া অনেকের মন হইতে যাইবেন। আমরা এসম্বন্ধে কয়েক খানি পত্র পাই ও উহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরুদ্ধ হই, কিন্তু দোষীকে সহায়তা করিব এই ভয়ে কোন পত্র প্রকাশ করি নাই।

বাবু ফকির চাঁদ বসুর উজির পুত্রের কয়েক ফরমা আমরা প্রাপ্ত হইযাছি। ইনি নূতন গ্রন্থকার নহেন। ইনি পূর্ব্বে শিবজির অভিনয গ্রন্থ প্রণযন করেন, সেখান পুর্ব্বে আমরা পাইনাই এখন হস্ত গত হইযাছে। উভয পুস্তকের সমালোচনা আমরা ক্র:। করিব। শিবজির অভিনয আমরা অদ্যাপি পাঠ করি নাই। উজিরপুত্রের রচনা প্রণালী সম্পুর্ণ নূতন ও পুস্তক পাঠ করিতে থাকিলে মন আকৃষ্ট হয, সম্ভবত পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট হইবে।

ষ্ট্যাটিসটিক্ বিভাগ।

আমরা এ দেশের ষ্ট্যাটিষ্টীকের প্রয়োজনের বিষয় বরাবরি বলিয়া থাকি। যত দিন দেশের প্রত্যেক বিভাগের পরিশুদ্ধ ষ্টেটিস্টিক লওয়া না হইবে তত দিন দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ, পীড়া অবিচার ও অত্যাচার প্রভৃতি কখনই দূর হইবে না। গবর্ণমেণ্টের পরিশুদ্ধ ষ্ট্যাটিষ্টীকের প্রতি তাচ্ছল্য প্রযুক্ত উড়িষ্যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অন্নাভাবে পীপাসায় লক্ষ২ লোক অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় এবং এদেশে লোক ত্বরা জীর্ণ হইয়া অকালে মৃত্যু গ্রস্থ হইতেছে।

ভারতবর্ষে মার্কুইস অব ড্যাল হাউসি যত অত্যাচারই করুন কিন্তু তিনিই প্রথমতঃ এদেশের মানসিক উন্নতির সোপান সংস্থাপন করিয়া যান। তিনি প্রথমে এদেশের রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ সংস্থাপন করেন সংবাদ পত্রের মাসুল কমান। স্কুল এবং বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহার সময় কর্ণালইউল আভা নগরেতে যাত্রা করেন। জিউলোজিক্যাল সরভে আরম্ভ হয় এবং বিধবা বিবাহ বিধি বদ্ধ হয়। ১৮৫৩ সালে তাহার শাসন কালে মহা সভা হইতে আদেশ হয় যে ভারতবর্ষে কি কি বিষয়ের কি রূপ উন্নতি হইল তাহার একটী রিপোর্ট প্রতি বৎসর মহা সভায় অর্পণ করিতে হইবে এবং এই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক বিভাগ হইতে ৮ হইতে ১২ খানি রিপোর্ট প্রকাশিত হইত। কিন্তু সমুদয় রিপোর্টই অসম্পুর্ণ এবং অপ্রকৃত বিবরণে পরিপূর্ণ থাকিত। ১৮৫৭ সালে সীপাহি যুদ্ধ উপস্থিত হইল ইংলণ্ড তখন বুঝিলেন যে একাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ ইংলণ্ড অনবগত থাকা নিতান্ত অন্যায় কাজ হইয়াছে। ১৮৫৯ সালে জেমস উইলসন সাহেব প্রথমত ভারতবর্ষের বজেট প্রণালীর সৃষ্টী করেন ও তখন গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয় ও রাজনীতি ষ্ট্যাটিষ্টীক্সের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা সত্বেও ১৮৬৩ সালের পুর্ব্বে ইহা সম্পন্ন হয় না। ঐ সালে লেং প্রথম বজেট কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার একটী আদর্শ সাব্যস্ত করেন এবং লেং সাহেবের পরামর্শ অনুসারে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন ষ্ট্যাটিষ্টীক্স সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় ষ্ট্যাটিষ্টীক্স কমিটী নামক একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। এই কমিটী দ্বারা সুচারু পুর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ হইল। মেঃ বুলন স্মিথ ব্যবসায় বানিজ্যের ষ্ট্যাটিষ্টীক্স প্রস্তুতের ভার প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনি বৎসর বৎসর এ সম্বন্ধে এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরি হালিংবারি সাহেব উক্ত বিভাগের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স প্রস্তুতের ভার প্রাপ্ত হন এবং জুডিশিয়াল বিভাগের ষ্ট্যাটিষ্টীক্সের ভার আমাদের বর্ত্তমান লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব প্রাপ্ত হন। ক্যাম্বেল সাহেব সেই সময় হাইকোর্টের জজ ছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট এদেশের ষ্ট্যাটিষ্টীক্স সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত এই রূপ যত্ন লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের যত্ন কত দূর সুসিদ্ধ হইয়াছে আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদিগের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্টের কোন ষ্ট্যাটিষ্টীক্সই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও পরিশুদ্ধ নয়। যে প্রণালীতে সমুদয় তালিকা সংগৃহিত হয় সেটি সম্পূর্ণ আনুমানিক। গবর্ণমেণ্টেরও এসমুদয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের পরে বিশ্বাস নাই। রাজ পুরুষেরা বুঝিয়াছেন যে, এই রূপ ভ্রম পুর্ণ হিসাব পত্রের উপর নির্ভর করায় দেশের বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে, লর্ড মেও এইটী সংশোধন করিবার নিমিত্ত ইহার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ সংস্থাপন করিতেছেন। ডাক্তার হাণ্টর এ বিভাগের কর্ত্তাহইবেন। কৃষি-বিভাগের ন্যায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বিভাগের দ্বারা দেশের যে অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ইহার দুইটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে এবং গবরণমেণ্ট সে ব্যয় বহণ করিতে পারেন কি না। দ্বিতীয়তঃ হাণ্টার সাহেব কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন? গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ যেমন কোন বিষয়ের কতক গুলি প্রশ্ন প্রকটন করিয়া বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট প্রেরণ করেন ও তাহারাই সমুদায় প্রশ্নের উত্তর করেন, হাণ্টার সাহেব যদি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কোন ফল দায়ক হইবে না। কিন্তু হাণ্টার সাহেবের সত্য গবেষণা করিবার শক্তি যে আছে তাহার পরিচয় তিনি পদে পদে দিয়াছেন ও তিনি ষ্ট্যাটিষ্টীক্স বিভাগে কর্ত্তৃত্ব পদ পাইলে যে ইহার কোন সুবিধা করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দু পেট্রিয়ট যে রূপ নাইট সাহেবকে এই পদে মনোনিত করেন আদাদের সেই মত। হাণ্টার সাহেব যুবা পুরুষ, তিনি এ বিষয়ে কখন কোন বিদ্যা প্রকাশ করেন নাই। তিনি হাজারই যোগ্য লোক হউন নাইট সাহেবের সহিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বিষয়ে তাহার সহিত তুলনা করিলে তিনি অতি ক্ষুদ্র হইবেন। তবে নাইট সাহেবের ন্যায় স্বাধীনতা-প্রিয় সরল স্পষ্টবাদি ব্যক্তিকে গবরণমেণ্ট কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সাহস করিবেন না এবং ইহাও আমরা জানি না যে তিনি ইণ্ডিয়ান ইকোনোমিষ্ট কাগজের সম্পাদকীয় পদে আরূঢ় থাকিয়া অথবা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদ পাইলে ইহার কিসের দ্বারা আমাদিগের দেশ অধিক উপকৃত হইবে।

চিপ জষ্টিস নরম্যান।

আমরা গত সপ্তাহে চিপ জষ্টীশ নরম্যান সাহেবের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ লিখিয়াছি, এরূপ ঘটনা কলিকাতায় কখন হইয়াছে না হইয়াছে সন্দেহ। কোন ইংরাজকে যে এতদ্দেশীয় কেহ বধ করিতে চেষ্টা করিবে সেই আশ্চর্য্য; কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে স্বয়ং চিপ জষ্টীশকে যে দিবা ভাগে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে ছোরার দ্বারা বধ করিবে ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং এই ঘটনায় কলিকাতার লোক সমুদায় দিশিহারা হইয়াছেন। কলিকাতার অন্যান্য হাইকোর্টের বিচারক গণ আপনারদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়াছেন। কলিকাতায় আর কোন কথানাই, কোন চিন্তা নাই। যদি নরম্যান সাহেব অন্য কোন রূপে পঞ্চত্ব পাইতেন তবে সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যুর নিমিত্ত এত ক্ষোভ, মনস্তাপ, ভয় ও গোল হইত না। কি বাঙ্গালি কি ইংরাজ সকলে একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত গেজেটে এই ঘটনা লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও অনুরোধ করেন যে কি এদেশীয় কি ইউরোপীয় সকলে তাঁহার সম্মানার্থে তাহার মৃত দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কবর স্থান পর্য্যন্ত গমন করেন, গড়ের পতকা অর্দ্ধেকটা নামান হয়, তাঁহার কবরের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে ১৭ টী তোপ ধ্বনি হয় ও যত কাছারি এক দিন কাল বন্দ থাকে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ এক দিন কাল কাছারী বন্দ দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য গণে সভা করিয়া এইদুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়ছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন যে সকল বাঙ্গালি তাঁহার কবরের পশ্চাৎ গমন করেন। কলিকাতা ট্রেডস আসোসিয়াসন এই রূপ এক খানি শোক সুচক পত্র প্রকাশ করেন। গত ২১ তারিখে আড বোকেট জেনারেল পল সাহেবকে নরম্যান সাহেবের মৃত্যুর নিমিত্ত দুঃখ ও তাঁহার নানা বিধ গুণের ব্যাখ্যা করিয়া সে দিবস হাইকোর্ট বন্দ দিবার অনুরোধ করিলেন ও পল সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া হাইকোর্ট বন্দ করিলেন। সৈন্য গণ এই রূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক খানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। জাহাজের যত পতাকা সমুদায় নামান হয়। এই রূপে কি বাঙ্গালি কি ইংরাজ কি চাকুরে কি মহাজন সকলে এক বাক্য হইয়া এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

২১ সেপ্টম্বর ৪ টা ও ৫ টার সময় লোকের জনতা হইতে লাগিল। নরম্যান সাহেবের বাটীর সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইলেন। কবর স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে

নরম্যান সাহেবের মুখাবৃত বস্ত্র খোলা হইল ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবে সকলে অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখে কণ্ঠের কোন চিহ্ন ছিল না। পরে ঠিক ৫টার সময় ১৭ বার তোপ ধ্বনি হইল ও ৮ জন জাহাজের গোরা খালাসি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই লোকের জনতা বাড়িতে লাগিল, পরে আনুমানিক পাঁচ সহস্র লোক সংগ্রহ হইল। লর্ড পাদরি সাহেব কবর দিলেন। দুই ধারে পোলিস দণ্ডায়মান ছিল ও তাহাদের হাতে পতাকা ছিল কবর হইয়া গেলে ক্ষুব্ধ মনে সকলে বাটি প্রত্যাগমন করিলেন।

এখন এই কার্য্য করিল কে, সে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য কেন করিল এরূপ কৌতূহল স্বভাবতঃ মনে আইসে। তাহার নাম কি, বাড়ী কোথায়, দেখিতে কেমন, বয়স কি, তাহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার নিমিত্ত লোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত শত শত লোকে তাহার গাড়ির পাছপাছ গমন করে। সে যে অবধি ধৃত হইয়াছে সেই অবধি প্রায় নিরব আছে। রবার্ট সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যখন নীত হয় তখন সাক্ষীকে ছোঁয়াল করিতে বলিলে বলে যে পৃথিবী রসাতলে গিয়াছে, মনুষ্য সমুদায় আকাশে উঠিয়াছে ও প্রাচির সমুদায় কুকুর ও হস্তিতে খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে তখন প্রতীতি হয় যে সে উন্মাদ কি উন্মাদের ভান করিতেছে। তাহার পরে সে যে খুন করিয়াছে উহা একেবারে অস্বীকার যায়। পরে বলে যে তাহার জন্ম রুম সহরে অর্থাৎ কনেষ্টাণ্টিনোপলে সে আরো বলে যে সে ভিক্ষুক কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এক জনের নিকট গচ্ছিত রাখে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উহা অস্বীকার যায়। সে টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির নামে নরম্যান সাহেবের নিকট দুইবার দরখাস্ত করে, সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন ও তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে। ইহার তথ্য যত দিবস না জানা যাইবে তত দিবস লোকের ভয় ঘুচিবে না। এ মুসলমান তাহার সন্দেহ নাই, খর্ব্বাকৃত ও বলবান। এ স্বয়ং এ কার্য্য করিয়াছে, কি এ ব্যক্তি কোন এক দলের অনুচর মাত্র তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। কসাইদিগের খুন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, সে দিবস বেরেলিতে গোল হয়, আবার পঞ্জাবে এক জন এতদ্দেশীয় কজ কোর্টের জজকে একজন কুকা হত্যা করে, তাহার পরে এই কলিকাতার হত্যা কাণ্ড। ইহাতে হঠাৎ মনে আইসে যে এই সমুদায় কাণ্ড এক স্থান হইতে হইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এব্যক্তি ওহাবী। নরম্যান সাহেব আমির খাঁ প্রভৃতির প্রতি সুবিচার করেন নাই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ কার্য করিয়াছে। ডেলিনিউজে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে যখন এই হত্যা কাণ্ড হয় তখন আর একজন লোক এক খানা ছোরা লইয়া আর এক শিড়িতে দণ্ডায়মান থাকে। গোলমালের সময় পলায়ন করে। কিন্তু সাধারণে অনুমান করিয়াছেম যে এ ব্যক্তির নরম্যান সাহেবের উপর কোন কারণে রাগ ছিল।

The *Economist* to hand contains as usual a mass of valuable informations. We are glad to find that Mr. Knight purposes to start a first rate Daily, price 36 Rs for Town and 48 for muffosil subscribers. We are sick of the Dailies that now monopolise the attention of the public and we shall most heartily welcome such a paper Mr. Knight intends to publish. Mr. Knight is an honest man and perhaps the ablest of writers on Indian subjects, and though there is no lack of ability in some of the Dailies honesty is a thing very scarce in Indian Journalism. We hope nothing will deter Mr. Knight to accomplish his laudable undertaking, and that he will have time to pay as much attention to the Economist as he now undoubtedly pays to it.

While on this subject we are startled to find the *Economist* putting the financial dilemma of the Empire thus. "The dilemmt is simply the land or a giant income tax. Our contemporaries refuse the land, and then denoumce the Income tax. This is no doubt very clearly put, and the Economist no doubt accepts the former, but why then Mr. Knight looses his temper when reminded that he is not a friend of the poor cultivator? The whole brunt of the land revenue falls upon the poor, and the increase of such revenue means the increase of their burden, while the tax upon incomes is a tax upon the rich alone. The Economist would tax the poor and save the rich and then take credit for being a friend of the former.

LAKHERAJ LANDS IN ASSAM—Whatever might have been the circumstances that gave rise to a difference of administration in countries obtained from Sha Alum and those that were afterwards ceded, those circumstances, it must be admitted on all hands, do not exist now. Regulations which were not only suitable to but also necessary for a settled Province like Bengal would have been unfit for and impracticable in the ceded Provinces, where a more vigorous and therefore more despotic administration is necessary. Hence is the distinction between Regulation and non-regulation Provinces. This distinction, however marked in the beginning is now almost effaced by certain enactments called Governor General's or imperial laws which obtain equal force in the Regulation and Non-regulation Provinces. But though there is no difference in the manner in operations of laws, the manner in which a law is brought into force in the Non-regulation Provinces is markedly different from the manner in which it is introduced in the Regulation Provinces. In short in the Regulation Provinces a law exercises a *legislative* force, whereas in the Non-regulation Provinces, it is a mere rule adopted by the chief authority in the country for its administration. In the Regulation Province the chief authority in the state can not occupy a space even for his grave without a law, but in the Non-regulation Province his fiat is potent enough to dispossess thousands of population of the only means of their livelihood and starve them to the grave. Mark the peremptory order of the Lieutenant Governor on the petition of the Lakherajdars in Assam. These men enjoyed certain rights and privileges from time immemorial, not disturbed by even the ruthless Burmese and other barbarians but they have been deprived of these ancient rights by the stroke of the pen and without having an opportunity of discussing on the bearings of the order—a privilege which is conceded to the people of the Regulation Provinces. Those who have not any experience of Assam, or have not studied that uufortunate country will scarcely be able to conceive the real state of that Province. The area of land which the Lakheraj-dars will be deprived of by the recent order of the Commissioner of Assam can cover a Bengal district of moderate dimension and whatever may be its prospective value, its present value would not fall short of twenty *lacs* of Rupees.

There is another bearing of the Boards order which Mr. Campbell did not consider and it is a sad mistake of His Honor that he was neither advised by his experienced Secretries nor by the commissioner colonel Hopkinson. The order of the Settlement Commissioner, which confirmed the titles of the Lakherajdars was the same which confirmed assignments of lands te the maintenance of temples in Assam, and therefore if the titles of one class of holders of land be invalid, those of the other class cannot remain intact. Though the Government has very generously made efforts for spread of knowledge among its subjects, it has not yet dispelled the superstition which still holds these foundation temples in sanctity. We, therefore invoke Lord Mayo in time to prevent his Lieutenant from roughly touching the tenderest Hindoo feeling—the

religious. We reseve further remarks on the other bearings of the order in question requesting our abler contemporaries to take up the matter with all earnestness and compassion which the poverty of the Lakherajdars can call forth.

THE FLOOD—Of all sorts of medical men the quack, the conceited, the money-loving; the idle perhaps is the most mischievous certainly the most provoking. A Doctor fond of his ease and comfort is naturally inattentive to his patients, and he kills more patients by his careless ness then he would by his ignorance or conceit. "Doctor" says the patient's man "your patient has sent for you, he feels very ill." "I am glad to hear of it," says the Doctor "it is just the effect of my medicine." "But Doctor" says the patient's man "you didnt prescribe any medicine today" "Didnt I today? It must be the effect of medicines that I gave yestarday. The Doctor thus gets a respite of an hour or so, but returns the man again and repeats that his patient is doing very poorly, that he complains of dizziness, nausea and faintness, that he is sinking fast and that the immediate presence of the Doctor is necessary. The Doctor yawns and replies with half closed eyes "well my good man bile, bile, bile it is nothing but bile So you see you need not disturb me" and the Doctor sleeps while his patient dies. The worthy magistrate of Krishnagore has drawn upon himself and his District the sympathy of the Commissioner, the Lieutenant Governor and the people. He has been ceaseless in his efforts to represent vividly the wretched and desolate scenes around him, he has been nnremitting in his endeavours to offer relief to the sufferers and as the reward of his labours he has enlisted the sympathy of the people of Calcutta, and the Lieutenant Governor has consented to place Rs 500 at his command for releif operations. The cess also is stopt in the District for the present and the realisation of the rent postponed. This the energetic magistrate has done, as he has been also the principal cause of the "thanks" which the Lieutenant Governor has peen pleased to give to our worthy and able Commissioner. People are afraid to be dubbed as alarmists, whether such a fear, idleness or selfishness, ill-health or the idea that the dumb has no enemies had any thing to do with the behaviour of Mr Park the magistrate of Jessore we know not, certain it is he has not proved himself quite equal to the appaling crisis. We can only hope that he is not aware of the intense suffering of the people, he has been sent to rule and protect, he perhaps does not know that while he is writing reports from his room, the people, a hundred thousand people are passing their wretched lives upon *Machans* and under sheds temporarily erected. He reports that the prospects are much brighter, brighter than what pray? Does he mean to say that the prospect was bright before and the flood has made it brighter! Or he means to say that the case is not so bad as he originally supposed? So do we, we do think too that we did apprehended a famine but we think that it may not go so far as that, but we would then never represent the prospect as bright or *much brighter.* The prospect is less gloomy and not "much brighter." It is certainly not simply "bile" but some thing else which has smote the people. No language can adequately describe the sufferings of the people, no distant survey can give a correct idea of the extent of their misery. Reader! have you ever passed a night upon a *mchan* without a cover erected as it were in the middlle of the sea! And thousands are actually even now-passing their miserable lives thus. And their constant companions venomous snakes and all sorts of insects, ants and so forth. Fuels, salt, oil and other necessaries they must cross an ocean to procure. In some places cows and bullocks were sold during the height of flood for 8 as per pair, such was the state to which the Ryots were reduced. Houses have tumbled granaries and fodder for cattle have been washed away, cattle drowned and starved and people driven from their huts where, nobody knows. If thess do not call forth the aid of Government we do not know what would and these are "brighter prospects" according to Mr. Park! If Mr Park had moved about and seen the real condition of the people with his eyes, if instead of depending upon the report of his *chaprassees* and constables he had observed the deplorable state of the unfortunate people, he could have helped his people at leat as much as Mr. Steven had done his. Certainly we donot apprehend a famine, because Krishnagore reaped a bumper harvest of *aous* and a portion of the *amun* crop of Jessore has been saved. But is Government to come forward only when there is a famine? No pity, no mercy and no relief to homeless wanderers, ruined and famished? Readers! we believe we do not exaggerate. We relate only what we have seen, felt and suffered. We have ousrelves seen the half of Nu idea and a great portion of the Jessore District. We have seen a flying ryot himself swiming across a vast sea as it were and pushing before him a raft made of plantain trees loaded with all what he possessed in this world. We calculated it would take him at least six hours to reach terra firma. Our boat was already over crowded and we could offer him no help. We will only relate another instance which we believe will convey some idea of the condition of the District. We had occassion to come from Mullahattie factory to Amritabazar, the latter place being about 24 miles due east from the former. We came as the crow flies depending upon the sun as our guide, neither moving to the rightn or to the left thro' fields and villages, and met with no obstruction, and what is more *within these 24 miles we positively saw not a single live amun plant.*

Since writing the above, we are glad to find that, as we recommended, Governnent has been pleased to suspend the land revenue demand in Jessore. We thank Mr. Park and our Commissiner that they have at last done what they should have done long ago. We doubt not that this kind concession of Government will not be abused as this is not the first time that Government has made this concession. We are also glad to hear that a recommendation has been made to suspend cess operations this year in this District, and Mr. Park deserves our gratitude for it. But we still maintain Government ought to do more, and afford direct relief.

নরখাদক পশু ও সর্প।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া অনেকে আশ্চার্য্যন্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। ৬৭,৬৮,৬৯ সালে সর্ব্ব সাকুল্যে

বন্য পশু কর্ত্তৃক ১২৫৫৪,
সর্প কর্ত্তৃক, ১৫৬৮৪,

একুনে ৩৮২১৮ টি এবং প্রত্যেক বৎসরে ১২৭৩৬ টি প্রাণী নষ্ট হইয়াছে। পীড়ায় মৃত্যু নিবারণ করিবার সাধ্য মনুষ্যের নাই, কিন্তু গবরণমেণ্ট একটু মনোযোগ করিলে এই বার্ষিক ১৩০০০ প্রাণী রক্ষা করা যায়। সুদ্ধ পুলিশে যত রিপোর্ট হইয়াছে তাহারই সংখ্যা এখানে দেওয়া গেল। সম্ভবতঃ যতটী মৃত্যু হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকটি ও পুলিশে রিপোর্ট হয় নাই। তাহার আর একটি প্রমাণ এই, বাঙ্গলায় সর্ব্বাপেক্ষা বন্য পশু কম, আর সর্প সম্ভবতঃ অন্য স্থানে অধিক হইবেনা, তবু একা বাঙ্গালায় বার্ষিক ৫০০০, আর ভারতবর্ষের সমুদয় অন্য স্থানের মোটে ৭০০০ মৃত্যু দেখা যাইতেছে। ইহাতেই বোধ হয় বাঙ্গালায় অধিক শাসন বলিয়া এখানে অধিকাংশ মৃত্যু পোলিশের গোচর হইয়াছে অন্য স্থানে হয় নাই। সামুদায়িক পশু ও সর্প বধের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মধ্য ভারতবর্ষে ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে। সেখানে বৎসর ৫০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যদিও উপরোক্ত রিপোর্ট অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে তবু সেখানকার ব্যয় মোটে বার্ষিক ২০০০০ হাজার টাকা। ইহা ব্যতীত গো, ছাগ ইত্যাদি যে কত নষ্ট হইয়াছে তাহার তালিকা পাইবার যো নাই।

সর্প সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে, উহাদিগকে ক্রমন্বয়ে মারিতে থাকিলে উহারা কমিয়া যায়! গবর্ণমেন্টের এ প্রতীতি কখনই হইল না, তাহা হইলে এত দিন সর্পের বংশ নির্ম্মূল হইত। সম্প্রতি বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে ও তাহাতে সর্পে মনুষ্যের গৃহে

ও বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। সর্প দষ্টব্যক্তির সংখ্যা এখন অধিক হওয়া উচিত কিন্তু কাযে বোধ হয় তাহা না হইয়া থাকিবেক। সর্প সমুদায় বিপদ গ্রস্থ, আর এ সময়ে সম্ভবতঃ তাহাদের দংশন করিবার তত স্পৃহা নাই। আমাদের এখানকার পোষ্টাফিস জলে অর্দ্ধ মগ্ন হইয়াছে এবং সেখানে গুটি কয়েক সর্প বাস করিতেছেন। লোকে তাহার নিকট গেলেই গর্জ্জন করিয়া উঠেন। সম্প্রতি আমাদের এক জন যে সর্পের কারখানা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহা আগত সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা বোধ করি এই সুযোগে সর্পের সংখ্যা বিস্তর কমান যাইতে পারে। অতি অল্প যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞ অনায়াশে করা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে এই পত্রিকার প্রো প্রাইটর প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সাহেবকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

I most respectfully beg to state that this is the most favorable opportunity if not of extirpating but of killing large numbers of venomous snakes. The interesting paper just published by the Home Department shows that the reported loss of human life in India from wild beasts and snakes was about 12,756 per annum and in Bengal alone which appears to have suffered most, the number of deaths from to the above causes was said be about 7,000 per annum. According to the estimate the snakes are doubly as destructive as wild beasts, and I hope it will be admitted on all hands that it is the duty of the State to destroy these noxious reptiles.

Now what I would suggest is this. Snakes, driven from the land by the flood, have concealed themselves in trees; they might be easily caught or killed now. Hearing that the *Malvoidos* or snake Doctors have caught a hundred of these *Cobras*, I had them brought with their snakes before me; I took 3 of them along with me to the tree from which they had caught the reptiles It was about 3 or 4 miles south of the Gopaulnagore station, Bongang, and to my horror I found thousands (I believe there were about two thousand) of cobras clustered together amongst the branches of 3 or 4 trees. I had some of them caught and I believe I could kill all of them if I had time and authority to burn those trees. I was told that at a little distance there were millions upon a Banian tree. Now what is true of Bangong is tue of all the flooded districts The malvoidias are willng to kill them if they are rewarded. I belive 4 pice a head would be a quite adequate reward to induce them to move in the matter. The Police could do a great deal of they were permitted and directed to do so. The officer in charge of the Gopaulnagore station is quite willing to serve with zeal if he is empowered to do so. But no time must be lost and steps must be taken before the abatement of the flood, and I dare say if the magistrates of Nuddea and Jessore adopt prompt measures the number of these noxious reptiles can be greatly reduced.

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু কেদার নাথ মৌস্তফী, উলা, ৭৮ সালের পৌষ..... ৪

বাবু রুদ্র নাথ রড়ুয়া, নগাও, ৭৮ সালের অগ্রহায়ণের শেষ..... ২৸০

বাবু দামোদর প্রসাদ দাস, বালেশ্বর, ৭৯ সালের বৈশাখ..... ৮

মুন্সি জামালুদ্দিন, আসাম ৭৯ সালের জৈষ্ঠ শেষ পর্য্যন্ত ৮

বাবু দিগম্বর বিশ্বাস, বর্দ্ধমান, ৭৯ সালের শ্রাবণের শেষ..... ১০

বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চাট গাঁ, ৭৮ সালের অগ্রহায়ণের শেষ..... ৪৷৷০

বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, সিলহট, ৭৮ সালের মাঘের শেষ..... ৪

বাবু বরদা কান্ত হালদার, কলিকাতা, হাইকোর্ট ৪

বাবু বংশাধর সেন, হাইকোর্ট, ৭৬ সালের পৌষ পর্য্যন্ত..... ১০

বাবু ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তি, হাইকোর্ট, ৭৬ সালের পৌষ পর্য্যন্ত ১০

বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্ট, ৭৭ সালের শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত..... ১০

বাবু অখিল চন্দ্র সেন, হাইকোর্ট, ৭৭ সালের মাঘের শেষ পর্য্যন্ত..... ৮

বাবু শশী ভুষণ বসু, হাইকোর্ট, হিসাব শেষ ১০

বাবু গিরিশ চন্দ্র বসু, স্যানিটারী কমিশনরের আফিস, কলিকাতা, ৭৮ সালের শ্রাবণের শেষ ১০

রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, পাথুরিয়া ঘাটা, ৭৮ সালের আশ্বীন পর্য্যন্ত..... ৮

বাবু দুর্গা মোহন দাস, হাইকোর্ট, ৭৮ সালের মাঘ পর্য্যন্ত..... ১২

বাবু নবীন চন্দ্র দাস, উজীরপুর, বরিশাল, ৭৮ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত ৮

বাবু গৌরীপদ চক্রবর্ত্তি, দমদমা, ৭৬ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৮

বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, খিদিরপুর, ৭৯ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত..... ৮

বাবু শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বনগ্রাম, ৭৮ সালের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৪

বাবু তারা প্রসাদ মিত্র, বনগ্রাম, ... ১

বাবু মহিম চন্দ্র পাল, বারিপুর, ৭৭ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ৮

বাবু দেবনাথ বসু বারিপুর ৭৯সালের শ্রাবণ ৮

বাবু বিপীন বেহারী বসু, শ্রীধরপুর, ৭৯ সালের জৈষ্ঠ ৫

বাবু রাধিকা প্রসন্ন, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, হিসাব শোধ..... ৫

সংবাদাবলী।

—মুঙ্গের হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—সং প্রতি লক্ষ্মী সরাইতে একটি বেশ্যার খুনি মকদ্দামা সেসনে হইয়া গিয়াছে। অদ্য তিন মাস হইল তথায় দুইটি বেশ্যা আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি রাত্রি যোগে খুন হয়। তজ্জন্য পুলিশ তিন জন বাবুকে অর্থাৎ তথাকার গুড্‌স ক্লার্ক, এক জন সিগ্‌নেলার ও এক জন নীল কুঠির বাবুকে ধৃত করিয়া আনেন দ্বিতীয় বেশ্যাটি তাহারা তিন জনে অপর বেশ্যাকে খুন করিয়াছেন প্রমাণ দেয়, কিন্তু আর ১২ জন বাবু তাহাদের নির্দ্দোষিতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং ঐ বেশ্যার জবানবন্দি দুই এক স্থানে অনৈক্য হওয়ায় তাঁহারা অব্যাহতি পাইয়াছেন।

—ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, পুর্ব্বে অচিহ্নিত কর্ম্মচারি দিগের পক্ষে ২৫ বৎসরের অতিরিক্ত বয়স হইলে রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা শিক্ষা বিভাগের পক্ষে খাটিবে না।

বোম্বাইয়ের করুণা দাস মধু দাস প্রতি যে রাজ দণ্ড হয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্ষমা করিয়াছেন।

—ইংলিস ম্যান শুনিয়াছেন এবার বন্যায় কলিকাতার ভিতরে পর্য্যন্ত কুম্ভির আসিয়াছে। আমরা ফল ফুল বাগানে কুম্ভির বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।

—এদেশ হইতে জন কয়েক যুবা কবেনেণ্ট মেডিকেল সরবিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার প্রত্যাশায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ক্রমাগত ২ বৎসর পরীক্ষার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত থাকেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা বন্দ রাখায় তাহারা নৈরাস হইয়া অনর্থক জাতি নষ্ট করিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহারা যে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন আর গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে আগামি ফেব্রুয়ারি মাসে এবৎসর বিলাতে পরীক্ষা হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের ২০ জন ডাক্তারের প্রয়োজন হইয়াছে। দেশীয় যুবকেরা যদি এতই করিয়া থাকেন তবে আমার কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাতে সত্বর গমন করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউন। গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলে বুঝিবেন যে তিনি বড় কি আমরা বড়।

—ইটয়ার রাজা যশমন্ত সিংহের পুত্র বলবন্ত সিংহ এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করায় ১৩ বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছে।

—নদীয়ার অদ্বিতীয় কালেক্টর ফ্রিফিন সাহেব জল প্লাবনের নিমিত্ত বোর্ড অব রেবিনিউ অনুরোধ করেন যে ক্ষতিগ্রস্থ জমিদার গণকে আগামি লাটে গবর্ণমেণ্টে খাজনা আদায় করিতে না হয়। তাহারা আগামী জানয়ারিতে খাজনা দিবে। বোর্ড এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে লিখেন এবং গবর্ণমেণ্ট উহা মুঞ্জুর করিয়াছেন।

—শব দাহন নিমিত্ত গঙ্গাতীরে বহন কালে হিন্দুরা "রাম নাম সত্য হয়" বলিতে বলিতে গমন করে। বারানশীর মাজিষ্ট্রেট ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া হুকুম দিয়াছেন যে কেহ আর শব গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার সময় রাম নাম সত্য হয় বলিতে পারিবে না এবং ইহা লইয়া সেখানে ভারি গোল উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ দিগের ঘাড়ে শনী চাপিয়াছে তায় তাহারা আবার হিন্দুদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে আরাম্ভ করিয়াছেন।

—সিপায়ী যুদ্ধের নিমিত্ত রাজ পুরুষ গণের রক্ত পিপাসা এখনও শান্তি হয় নাই। এক জন বিদ্রোহী মৌলবী সম্প্রতি বোম্বাইতে ধৃত হইয়াছে! বিচার নিমিত্ত উহাকে আলাবাদে সত্বর প্রেরিত হইবে।

—ইউনাইটেড ষ্টেটসের পোষ্টাল বিভাগে তিন শত স্ত্রীলোক কাজ করিয়া থাকেন। ইহাদের অনেকে বর্ষিক আট শত টাকার বেশী বেতন পাইয়া থাকেন।

—রাম রায় গোবিন্দ বেসিনের আসিষ্টাণ্ট কমিশনার এক জন পুলিশ সীপাহের বিরুদ্ধে একটি ডিক্রী দেন। সীপাহি আপনার দারিদ্রতার বিষয় তাহাকে জানাইয়া ডিক্রী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করে। কমিশনার তাহাকে একটি রূঢ় উত্তর দেন, ইহাতে সীপাহি মনে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করে এবং তাহার বন্দুক ও তরবারি দ্বারা সসজ্জিত হয় প্রথম রামরাও গোবিন্দকে বন্দুক মারে, এবং বন্দুকের দ্বারা তাহার প্রাণ নষ্ট না হওয়ায় তরবারি দ্বারা তাহা আক্রমণ করে! এমন সময় তাহার তিন জন কাকুন হত্যা কারীকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করে এবং তাহাকে বলের দ্বারা নিরস্ত্র করে। সীপাহি উহার পূর্ব্বে তিন জন কাকুন আহত করিয়াছিল; ঈশ্বরেচ্ছায় কোন আঘাতই সংঘাতিক হয় নাই।

242

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন। "বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী কালীগঞ্জ গ্রামে রহিম নামক এক ব্যক্তি ৩টি পুত্র এবং স্ত্রীর সহিত রাত্রে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত ছিল, প্রায় দুইবৎসর বয়স্ক কনিষ্ট পুত্রটি মাতৃ ক্রোড়ে ছিল, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় না, কে কোন সময়ে লইয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারেনাই, পরদিন নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীর তীরে শিশুর মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিষও অনু সন্ধান করিয়া কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই।

—গত রবিবার কদমতলী গ্রামে সমন নামক এক মোসলমান রাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায় ১ বৎসরের একটি কন্যা ও স্ত্রীরসহ গৃহে নিদ্রিত ছিল, কন্যাটিকে কে লইয়া যায়, গৃহস্ত দম্পতী কিছুই জানিতে পারে না, পরদিন এক পুষ্করিণীর একপার্শ্বে উহার মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মস্তকের কিয়দংশ প্রোথিতছিল। ক্রমান্বয়ে ২টি শোচনীয় ঘটনা হইল। ইহার বিষেশ অনু সন্ধান করা কর্ত্তব্য। কোন জন্তু একার্য্য করিলে অবশ্যই কিছু না কিছু ভক্ষণ করিত, যখন তাহার কিছুই হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই কোন দ্বিপদ জন্তুর কার্য্য।"

—ইণ্ডীয়ান গেজেটে হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক কত প্রাণী নষ্ট হইয়াছে তদ বিষয়ক একটী অপূর্ব্ব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক গুলি উদাহরণ ও সন্নিবেসিত হইয়াছে। একটি এই। এক দিন একটি গ্রামে একটি ভল্লুক প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই জন মানুষ তিন জন স্ত্রী এবং একটি শিশুকে হত্যা করে এবং দুই জন মানুষকে আহত করে, সে তাহার পর আর এক জন মানুষকে খুন করে। সে শেষে এক জন কসায়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পুত্র ও স্ত্রীকে হত করে এবং ছয়টী গরুর প্রতি আক্রমণ করিয়া ৩ টী কে মারিয়া ফেলে ভল্লুক মানুষের রক্তের টক পাইয়া তাহার পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার ঐ রূপ অত্যাচার আরাম্ভ করে। গত তিন বৎসরে বাঙ্গলা মান্দ্রাস, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং পঞ্জাবে সর্পাঘাতে ১৯৬৭৩ জন এবং ভল্লুক কর্ত্তৃক ২৫৬৬৪ জন হত হইয়াছে।

—ক্রণ্ড শুনিয়াছেন যে সংক্রামক প্রপীড়িত স্থলের জল পরীক্ষার করিবার নিমিত্ত এক এক জন সব এসিষ্টেণ্ট সরজন নিযুক্ত হইবন।

—বায়েকট আলি নামক আর এক জন বিদ্রোহী বোম্বাই পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে কৈকালি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট সে ধরা পড়ে। পোলিস পূর্ব্ব হইতে তাহাকে চৌকি দিতে ছিল এবং সে রেল দ্বারা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যাইবে এমন সময় ধৃত হয়। তাহার নিকট অনেক গুলি বিদ্রোহী সুচক কাগজ পত্র ও ৬ হাজার টাকার মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এ ৫৭ সালে আলাহাবাদে সমুদয় সাহেব খুন করিয়া দিল্লিয় বাদ সাহের প্রতিনিধি বলিয়া সেখানে পরিচয় দেয়।

—ভলোরের সেণ্ট্রাল জেলে চারি জন কয়াদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হয়। ইহার এক জন জেলের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বিয়াদবি করার পর দিন শাস্তি পায়। অপর তিন জন কোন কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহার এক জনকে শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত পাকড়া করিতে যাওয়ার সে এক অস্ত্র চালনা করিয়া বলে যে তাহার নিকট আসিবে তাহাকে সে বধ করিবে। শেষে জন কয়েক ধরিয়া তাহাকে অস্ত্র শূন্য করে। জেলের গোলের কথা আমরা এক্ষণ প্রায় শুনিতে পাইতেছি। ইহার কারণ কি?

—করোতে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন ইটালীয়র স্ত্রী চক্ষে ছানি পড়িয়া অন্ধ হয়। এক জন সুবিখ্যাত চিকিৎসক তাহাকে চিকিৎসা করেন কিন্তু কিছুই হয় না। তাহার স্বামী ইহাতে রাগত হইয়া ডাক্তারকে অন্ধ করিবার মনস্থ করে এবং এক দিন পথ ভুলাইয়া বিপথগামী করিয়া তাহার মুখে হাড্রাপক ঢালিয়া দেয়।

—বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে বার্মিংহম নগরে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন।

রুসিয় দিগের অধীনে ৮৬২০০০ পদাতিক ১৮১০০০ অশ্বারোহী এবং ২০৮৪ টী কামান সসজ্জিত আছে। জার্মিনীয় দিগের অধীনে ৮২৪৯৯০ পদাতিক ৯৫৭২৪ অশ্বারোহী এবং ২০২২ টী কামান সসজ্জিত আছে। অষ্ট্রিয়া দিগের অধীনে ৭৩৩৯২৬ পদাতিক এবং ৫৮১২৫ অশ্বারোহি এবং ১৭৯০ কামান আছে। ইংলণ্ডের অধীনে ২৫৩২৮৯ পদাতিক, ৩৪৮৩৫ আশ্বারোহি ৮৩২৭ কামান আছে। ইটালিও দিগের ৪১৫২৮০ পদাতিক ১২৮৬৮ আশ্বারোহি এবং ৬২০ কামান আছে। ফ্রান্সের অধীনে ৪৫৬৭২০ পদাতিক, ৪৬৯৯৫ অশ্বারোহি, এবং ৯৮৪ টী কামান আছে। বেলজিয়ম দিগের অধীনে ১৪৫০০০ পদাতিক, ৭৮০০ অশ্বারোহি, এবং ১৫২ টী কামান আছে।

—কলিকাতা স্মল কজ কোর্ট হইতে এক জন উকিলের প্রতি জনৈক মুসলমানের মকর্দ্দামার সালিসের নিমিত্ত ভারার্পিত হয়। উকীল মুসলমানের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন, উহাতে সে উকীলকে ভয় দেখাই যে তাহাকে খুন করিবে। এই কথা প্রথম জজের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি তাহাকে পুলিশে অর্পণ করেন, কিন্তু পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"এক জন পাঠক" একটি অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে একজন অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মণ একজন ইতর সন্তানকে চপটাঘাত করিয়াছে।

"জনৈক পাঠক" দীনবন্ধু বাবুর সুরধুনী কাব্যের সমালোচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। লেখকটি বেশ ও তাঁহার লেখা সর্ব্বদা এ পত্রিকায় আদরের সহিত গৃহীত হইবে কিন্তু এ সমালোচনাটিতে লেখক অকৃত কার্য হইয়াছেন। নীরস কটুক্তি মাত্র করা হইয়াছে। যাহা হউক তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করা গেল।

"প্রণেতা এক বিখ্যাত গদ্য লেখক এবং গদ্যে তাঁহার কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, কারণ তদ্রচিত যে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, তাহার এক খানীও ইংরাজী অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে রচিত হয় নাই, তাবতেই স্বকপোলে কল্পিত, এবং সেই সকল পুস্তকের মধ্যে মধ্যে প্রণয়রস ঘটিত ফোড়ন স্বদৃশ যে দুএকটি পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অতি মধুর রমণীয় ও ভাব পূর্ণ, অত্র সুরধুনীতে ও— বিত্র প্রণয় ঘটিত "আহুতি" ও "সম্পার" অংশ দুটি উৎকৃষ্ট ও পুস্তকের গুণ পনার পরিচয় মাত্র হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যতিভঙ্গ দোষ স্পর্শিয়াছে। যথা সর্ব্ব প্রথম পত্রে।

"বিবরণ বলে বাণি, শুনিতে বাসনা।
"কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না॥"

প্রণেতার লিখনের আরও কিঞ্চিৎ বৈচিত্র আছে। অর্থাৎ তিনি লিখন কালে অবহামান মানসীয় পরিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি কথঞ্চিৎ ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। নচেত ভারতবর্ষের কতিপয় দেশ, জমীদারী, নদ ও নদীর বর্ণনা স্থলে সরস্বতী দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিবেন কেন যে "সেকালে ভগীরথী শাঁখ বাজাইয়া গঙ্গা লইয়া গিয়াছিল, আপনি একবার একালে বীনা বাজাইয়া সুরধুনীকে হিমালয় হইতে সঙ্গমে লইয়া চলুন?" স্থল বিশেষে আরও দুচারটি এরূপ পরিচয় দিয়া আপনাকে প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানী রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তাল স্কুলের সম্পাদক পণ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র শিরোমনি লিখিয়াছেন যে যশোহর ট্রেণিং স্কুল পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার নাকে এরূপ দুর্গন্ধ লাগে যে সে ধাক্কা সামলাইতে তাঁহার অনেক ক্ষণ লাগে। ছাত্র গণও সমুদায় পীড়িত।

শ্রীদাহেম বিশ্বাস। তোমাকে আমরা চিনিনা ও তোমার পত্র গ্লানি সুচক।

শ্রী বি, বি, মিত্র বাকইপুর লিখিয়াছেন যে তথাকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহিম বাবু নিস্বার্থ রূপে তথাকার স্কুলটির উন্নতির নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন।

গোবরাপুর নিবাসী তিন জন ব্যক্তি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে এত ভুল যে উহা ছাপান বড় পরিশ্রমের কাজ।

লাহোর হইতে "একজন ব্রাহ্ম" লিখিয়াছেন যে লাহোর ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের চরণ পূজা অতি সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র সিংহ প্রতাপ বাবুর চরণ তাঁহার মস্তকে ধরিয়া বলিলেন "আ! আজি আমার জন্ম সার্থক হইল! প্রভো যদি এখানে আসিয়াছ তবে এই পাপিকে উদ্ধার করিয়া যান ইত্যাদি ইত্যাদি" পত্র প্রেরক ইহাতে ক্ষোভ করিয়া লিখিয়াছেন। আমরা এরূপ দুঃখ করিবার কোন কারন দেখি না। তাঁহার ভাল না লাগে তিনি না করিলে পারেন। মনুষ্য পূজা আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে আর সম্ভবত চিরকালই একনা এক আকারে হইতে থাকিবে।

প্রেরিত।

মহাশয়!

এই ডুমুরিয়া গ্রামের এক জন মুসলমান যুবক তাহার প্রতিবেশী এক জন মুসলমানের যুবতী স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমত নানা প্রকার ষড় যন্ত্র করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারায় পরিশেষে মন্ত্রাদি অর্থাৎ যাদু করিতে চেষ্টা পায়। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ডেলা, গোহাড় ইত্যাদি ঐ দুর্ব্বল স্বামীর বাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হইত। এবং রাত্রে ঐ স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত যে ঘরে শয়ন করিত প্রাতে সেই ঘরের দরজায় ও অন্যান্য স্থানে সিন্দুরের ফোটা দৃষ্ট হইত; স্বামী এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে তাহা স্পর্শ করিতে দিত না এবং প্রত্যহ ফোটা সকল অস্ত্রের দ্বারায় চাঁচিয় ফেলিত ও জল দিয়া ধৌত করিত। এই রূপে ২।৩ মাস অতিবাহিত হইলে এক দিন ঐ স্ত্রী তাহার যে পরিধেয় বস্ত্র সুখানের জন্য বাহিরে আড়ের উপর মেলিয়া দিয়া ছিল এবং তাহা উঠাইয়া পরিধান করিবা মাত্র তাহার চক্ষু দ্বয়ের ঊর্দ্ধ দৃষ্ট হইল; শরীর অবশ হইল, এবং উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া ঐ যুবকের বাড়িতে যাওয়ার জন্য একান্ত ব্যাগ্র হইল। তাহাতে তাহার স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় বর্গে তাহাকে দিবা রাত্র পাহারা দিয়া ৩।৪ দিন আটক করিয়া রাখিল, স্ত্রীটি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকিল, পোলিশে খবর হইল, এবং চারি দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আমরা ঐ কৌতুকাবহ বিষয়টী দেখিতে গিয়া স্ত্রীটির উপরের লিখিত অবস্থা এবং স্বামীর ঘরের দরজায় চালে ও কাপড় মেলিয়া দেওয়ার আড়ে সিন্দুরের ফোটা ও চাঁচিয়া তোলার চিহ্ন দেখিলাম। স্ত্রীটি বাক শক্তি রহিত কেবল মধ্যে মধ্যে ঐ যুবকের নাম উল্লেক করিয়া তাহার বাড়ি যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। পর দিনে যাইয়া দেখিলাম যে স্ত্রীটি ঘোমটা দিয়া লজ্জায় অবনত মুখি হইয়া রহিয়াছে ও অনতি দুরে এক জন বৃদ্ধ (ওঝা) বসিয়া আছে। ঐবৃদ্ধ কহিল যে মন্ত্রাদির দ্বারায় আরোগ্য করিয়াছি। সেই পর্য্যন্ত স্ত্রীটি ঘোমটা দিয়া স্বামীর প্রতি পুর্ব্ববৎ অনুরক্তা হইয়া বাস করিতেছে। কি আশ্চর্য্য!!! মহাশয়! আমি মন্ত্র তন্ত্র মানিতাম না এই ঘটনা দেখিয়া মনের মধ্যে নানা রূপ ভাবিতেছি।

ডুমুরিয়া
১৩ সেপ্টম্বর ১৮৭১

বসম্বাদ
শ্রীঅঘোরনাথ মজুমদার

ডাকঘর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনকার গত ২রা ভাদ্র তারিখের পত্রিকায় দখিলাম এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ডিপুটি পোষ্ট ষ্টারেরা কোথায় কোন্ পোষ্টআফিস অবগত থাকাতে চিটি পাঠাইতে বিস্তর ভুল করেন এবং াহা নিবারণ হেতু একটি প্রস্তাব ক'রয়াছেন। সত্য ট কখন ২ কোন২ চিটি স্বস্থানে না যাইয়া অপর ানে প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহার কারণ কি অগ্রে নিশ্চয় করত পরে তৎ বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করা র্ত্তব্য; লেখক ব্যক্তি তাহা না করিয়া বিনা ারণে পোষ্টাফীসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন হা কি তাহার বুঝিবার ভুল নহে? তিনি কি জা-নন না বাঙ্গলা দেশে পোষ্টমাষ্টার জেনেরেল টু-ডি সাহেব এই রূপ অভিযোগ শুনিলে অমনি াতে মাথা কাটিবেন, সেই জন্য আমি অনুরোধ রিতেছি লেখক ব্যক্তি ভবিষ্যতে এমত না করেন, াহাতে তাঁহার কিছুই উপলব্ধি হইবেনা বিরল নি র্দ্দোষী জনের অনিষ্ট করা হইবেক। চিটি ভুল হ-য়া অপর স্থানে না যাইতে পারে একারণ টুইডি াহেব যে সরকিউলর প্রচার করিয়াছেন তাহাই প্র-র অর্থাৎ কোন আফিস হইতে অপর আ-ফিসে ভুলক্রমে এক খানি চিটি যাইলে দোষী াফিসের প্রধান কর্ম্মচারির তিন দিবসের বেতন ও হইবেক, এবং তৎসঙ্গে কি বঙ্গ দেশ, কি উত্তর শ্চিমাঞ্চলে, কি বম্বে এবং কি মান্দ্রাজ এই সমস্ত দেশের মধ্যে যে যে স্থানে যত পোষ্ট আফিস াছে তাহার এক ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিয়াছেন ইহাতেও এই রূপ ভুল হইবার আর সম্ভাবনা আছে না াপের আবশ্যক করে, তবে চিটি লেখকের অরিতি াষ্ট আফিস হইতে কিরূপে সংশোধন হইবেক। নেক স্থলে লক্ষিত হয় যে চিটি রঙ্গপুর হইতে রণ হইতেছে তাহার সিরনামার কলিকাতার ডা ঘর হইতে বম্বয়ের অন্তর্গত মান্দ্রাজের এলাকার শ্রামপুর মোকামে পৌছিবেক এরূপ লিখিত থাকে লে বিশ্রামপুরে কোন পোষ্ট আফিস নাই এবং স্থানে মান্দ্রাজ হইতে ৭।৮ দিবসের পথ ব্যাবধান ইবেক এমত ক্ষেত্রে ঐ চিটি খানি মান্দ্রাজে না াঠাইয়া আর কোন জেলায় পাঠাইবেক এবং এরূপ টি যদি পৌছিতে গোলযোগ ওকাল বিলম্ব হইলে াষ্ট আফিস কিসে দোষী হইবেক। আমি ইচ্ছা রি ভবিষ্যতে যখন লেখক ব্যক্তি এমত অভিযোগ রিবেন তখন কোন চিটি কোন স্থানে যাওয়া উ-ত ছিল তাহা না যাইয়া অন্য কোন স্থানে গি-ছিল তাহা বিবরিয়া লিখিবেন এবং সেই চিটির রোনামাতে ঐরূপ লেখা যথার্থ ছিল কি না তাহার শেষ পরিচয় দিবেন নচেৎ টুইডি সাহেব নিরা-রাধির দণ্ড বিষয়ে পরাংমুখ হইবেন না ইহাতে কি াহার উদ্দেশ্য।

আমি আর একটি বিষয় পাঠ করত বিষয়াপন্ন য়াছি গোহাটি হইতে এক ব্যক্তি ইঙ্গলিসমেনে লি য়াছেন পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্ট কমিসননের হস্তে থাকায় তৎসম্পর্কীয় কার্য্য এক্ষণ সুন্দর রূপ চ-ত্তেছেনা তিনি কি ইহা চক্ষু মুদিত করিয়া দেখি-ছেন না কাকের মুখে শুনিয়াছেন, সম্পাদক াশয় কলিকাতার ডাক পূর্ব্বে ১৩।১৪ দিবস অ-র গোহাটিতে পৌছিত এক্ষণে বর্ষকাল ব্যতিত ল সময়েই পঞ্চম দিবসে আসিতেছে বর্ষাকালেই বেশী লাগে তাহা নহে ষষ্ট দিবসে আসিয়া কে পূর্ব্বে বর্ষা কালে প্রতি বৎসর ২।৩ দিব-র ডাক নদীতে জল মগ্ন হইত এক্ষণে তাহা হ-ওছেনা ইহা কোন লেখক মন্দ বলেন আমি বিবে-না করি আসামে যদ্যপি চিপকমিসনর হয়েন তবে বাবু সুর্য্য নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় যাহার যত্ন এবং রিশ্রমে আসামে ডাকের সুশৃংখলা হইয়াছে যা-প্রভাবে আসাম বাসীরা কলিকাতার ডাক শিঘ্র পাইতেছেন; যিনি রেজিষ্টরি চিটি যদি জল মগ্নে সাধারনের রাশি ২ টাকা লোকসান হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি তাহার বর্ত্তমান কার্য্য সুযশঃ লাভ করত রায় বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তনি যেন চিপ ইনেস্পক্টরি পদে পদাভিসিক্ত হ য়েন তাহাহইলে সকলের মনরথ পূর্ণ এবং তাহার প রিশ্রমের স্বার্থকতা হইবে যদ্যপি তাহাকে বর্ত্তমান পদ হইতে স্থানান্তরিত করিলে সেখানকার কার্য্যের অ সুবিধা হয় তবে এখানকার বর্ত্তমান ইনেস্পেক্টর বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায় যিনি তাহার ভ্রাতার ন্যায় আশাম বাসী দিগের হিত সাধনে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন যাহার কার্য্য প্রণালীতে আসাম বাসীরা এবৎসর বর্ষাকালে নিয়মিত সময়ে ডাক পাইতেছেন যাহার সদ্‌গুণে এখানকার তাবত লো ক নিতান্ত বাধ্য হইয়াছেন যিনি চিপ ইনেস্পৃক্টরের যথার্থ উপযুক্ত পত্র। তাহাকেই যেন সেই কার্য্যে নি য়োজীত করা হয় তাহা হইলে আর সুখের সিমা থাকিবেনা।

আসাম বাসী জনৈক ভদ্র লোক

২৫।৮।৭১

মান্যবর শ্রীযুক্ত হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দিনাজপুর অতি প্রাচীন কালাবধি সর্ব্বত্র সুবিদিত আছে। পুর্ব্বকালে ইহার উত্তর সীমা হিমালয় গিরি, দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পুর্ব্ব সীমা যমুনা নদী, পশ্চিম সীমা পূর্ণিয়া জেলার পুর্ব্ব ভাগ! এই বিস্তৃত প্রদেশ মধ্যে এক্ষণে মালদহ ও বগুড়া এই দুই স্বতন্ত্র জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ দুইটী প্রাচীন দিনাজ পুরের উপবিভাগ মাত্র।

এদেশের বিজ্ঞগণ কহেন, এই স্থানই প্রকৃত মৎস্য দেশ। মহাভারতের লিখনানুসারে কাণ্যকুব্জ দেশের পুর্ব্ব দক্ষিণ ভাগ, মৎস্য দেশ বলিয়া খ্যাত হওয়ারই সম্ভব। ত্রিহুত জেলার ব্রাহ্মণ সন্তানেরা কণৌজ লিয়া পরিচয় দেয়। পুর্ণিয়া জেলার ব্রাহ্মণ গণ মৈথিল বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মিথিলার দক্ষিণ পুর্ব্ব ভাগ মৎস্য দেশ বলিয়া খ্যাত। সুতরাং দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি পুর্ব্ব প্রদেশ গুলি মৎস্য দেশের অন্তবর্ত্তী! বিশেষতঃ যখন বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণেরাই মৎস্য ভোজন করেন না, এবং মৎস্য ভোজীকে আপাংক্তেয় জ্ঞান করেন, এবং যখন এই দেশে যথেষ্ট পরি মাণে মৎস্য জন্মে, তখন পুরাকালে এই দেশ মৎস্য দেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান ক-রিবার কারণ রহিয়াছে। এ প্রদেশের স্থানে স্থানে অদ্যাপি চিরন্তন কালের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ অট্টালিকার কোন২ প্রস্তরে এক প্রকার দেব নাগর অক্ষরে শ্লোক লেখা যায়। কাল ক্রমে বৃক্ষ পত্রাদির ঘর্ষণ ও জলীয় শৈবাল দ্বারা অক্ষর অপরিদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! তথাপি তৎ সমুদয়ের উপরিভাগে যে সমস্ত দেবতা গণের প্রতিরূপ ও লতা পুষ্প পত্রাদি ক্ষোদিত আছে, তদ্দৃষ্টে তাহাদিগকে অতি প্রাচীন কালের বলিয়া প্রত্যয় জন্মে।

ঘোড়া ঘাটের ছয় ক্রোশ দূরে বিরাটের রাজ ধানী বলে। ঘোড়া ঘাটকে অশ্ব শালা বলে, বগুড়াকে বিরাটের উত্তর গোগৃহ কহে। বরণ পুরের পশ্চিম দিকের মহারণ্যে কতক গুলি শমী বৃক্ষ আছে। ঐ গুলিকে দেখিলে অত্যন্ত পুরাতন কালের বলিয়া প্রতীতি হয় সেই বৃক্ষ গুলিকে পাণ্ডব গণের অস্ত্র সংস্থাপনের বৃক্ষ বলে। পার্ব্বতী পুরকে ভীম সেনের গদা যুদ্ধের স্থল বলে। পার্ব্বতী পুরের সরোবরে দুই খানি অতি সুদৃশ্য প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে, ইহার এক খানিকে ভীমের গদা অপর খানিকে বল রামের লাঙ্গল বলে।

শিবের পরম ভক্ত বাণ রাজার বাটী দিনাজ পুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণে। সেই স্থানটীর নাম বি-রূপাক্ষ মহারণ্য! এই স্থলে অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করেন! বাণ রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লইয়া দিনাজ পুরের কত জন বড় মানুষ হইয়াছেন কত জন স্বীয় অট্টালিকাদির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে যেখানে নবাবগঞ্জ থানা, তথায় পূর্ব্বে বাল্মীকির তপোবন ছিল, ইহাও কহিয়া থাকে, তথায় অদ্যাপি লব কুশের পাঠশালার নাম ও তর্পণ ঘাটের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে বিরাটের রাজ ধানীর কথা বলিলে স্থান সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয়, কিন্তু কি করি যথা শ্রুত অবশ্যই বলিতে হইবে ময়দানব সন্তুষ্ট হইয়া মৎস্য দেশের যে স্থান স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার নাম ময় সন্তোষ। বালুর ঘাটের উত্তর অবধি কাঞ্চন মসীদের সীমা পর্য্যন্ত ময় সন্তোষ বলে, ঐ স্থলে নাকি পূর্ব্বে এক কিচিত্র হর্ম্ম্য ছিল। এই সন্তোষ এক্ষণে ভয়ানক অসন্তোষ জনক বন হইয়া আছে! দিবা ২ প্রহরেও ইহার ভিতর প্রবেশ করে, এমন কে আছে? এই সমুদয় স্থলের এক একটী উপন্যাস আছে, তদ্বিষয়ের লেখনে বিরত হইলাম, ক্রমে লিখিব।

এদেশের পবিত্রতা বিষয়ে আর একটী কথা বিজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, এই দেশে আত্রেয়া, যমুনা করতোয়া ও গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছেন, অবশ্য ইহাকে পূণ্য ভুমি বলিতে হইবে। পূর্ব্বাচার্য্যেরা পূণ্য ভুমি দেখিয়া বাস করিতেন, তাহারা কখন পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে বাস করিতেন না। যখন এখানকার সমুদয় স্থলের আর্য্য গণের নামানুসারে নাম করণ হইয়াছে, তখন ইহা অবশ্য চিরকালের অধ্যুষিত। কাল ক্রমে এ স্থল অরণ্যময় হইয়াছে। এক্ষণে যাহাকে লোক পূর্ণ দেখা যইতেছে, তাহা হত ত এক কালে বন ভুমি হইয়া যাইবে।

দিনাজ পুরের আধুনিক রাজা দিগের আদি পুরুষ গণের ও যথেষ্ট কীর্ত্তি আছে, তৎ সমুদয় যদি বর্ত্তমান রাজ পুরুষগণ সংস্কার করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারেন। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি গুলির মধ্যে পাল বংশীয় নর পতির সরোবরের নাম মহীপাল, দিনাজ পুরের রাজার সরোবরের নাম সুখ সাগর, মাতা সাগর, আনন্দ সাগর, রাম সাগর, প্রাণ সাগর, তপন দীঘী, গোপাল নগরের মন্দির, কান্ত নগরের মন্দির, গোবিন্দ নগরের মন্দির, ইত্যাদি। কান্ত নগর ও গোপাল নগরের মন্দির সুদৃশ্য ও সুদীর্ঘ। এই সমুদয় মন্দির স্থলে দেব সেবা হইয়া থাকে, সময়ে২ বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয়। ঐ দুইটী মন্দির দর্শন যোগ্য বস্তু বটে, ২।৩ ক্রোশ দুর হইতে উহাদিগের শিখর ভাগ দেখা যায়। পাঠক গণ, এক্ষণে উহার উচ্চতা কত, আপনারা জ্ঞান করিয়া লইবেন।

বিজ্ঞাপন।

(A Novel full of Mysteries in Bengali.)

এই এক নূতন!

আমাদের গুপ্ত কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম পর্ব্ব ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গীণ টাইটেল যুক্ত একত্রে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল ৸০ বার আনা ডাক মাশুল ৵ আনা। এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব সংখ্যানুসারে প্রতি রবিবার এক এক সংখ্যা প্রকাশ হয়, ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র। সাজাহানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীর পুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই-তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসা অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কো রোগী নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মুল্যে ঔষধ রক্রয় করিতেছেন। অমৃত বাজার

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা

এদেশে অন্যান্য কার বারি লোকের ন্যায় ছুতরের ভারি কষ্ট আমরা ইহার নিবারণ নিমিত্ত এখানে একটি কাষ্ঠের কারখানা খুলিয়াছি ইহাতে উত্তম উত্তম মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র অপেক্ষা অতিঅল্প ব্যয়ে অতি অল্প সময়ে উত্তম কাষ্টে যিনি যে রুপ অডর দিবেন প্রস্তুত করিয়া দিব চ অডর বুঝিয়া দাদন করিতে হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র

আগামি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মাস্থুল কমিয় আধ আনা হইবক অতএব ইহার বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আধ আনা দামের অধিকমূল্যের ষ্ট্যাম্প আমারা গ্রহণ করিব না

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত

পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেতডাক মাস্থুল ।৵ আনা

শ্রী ন্দ্র ... কর্ম্মকর

অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এম.বি

কর্ত্তৃক নুতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হস্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ে নিকট ।

কাল এবং সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানবিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম ন আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রযোজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মুল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মাযারক কাটি।

মৎ প্রনীত "ভুগোল বিদ্য" নামক ভুগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থুল স্থুল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নুতন এব পূরাতন পৃথিবীর অবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বার মাইনর ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থির যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হইতে পারে।

মুল্য ৮৵ আনা মাত্র।

ভবানিপূর জগুবাবুর বাজার
মুলতান মিস্ত্রীর বারিক } শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

ধর্ম্মওজ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজকি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর

বাবু দীননাথ সেন, গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাঁহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
ষান্মাসিক ৪॥০
ত্রৈমাসিক ২৸
প্রতি সংখ্যা ।০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ১০ টাকা
ষান্মাসিক ৬।০
ত্রৈমাসিক ৩৸

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার [illegible]
ও ততোধিক বার /০

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত